অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সংস্কার পরিকল্পনা

পাইলট উদ্যোগ:
স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) প্রণয়ন

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

বর্তমান বৈশ্বিক ও জাতীয় অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে দক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও বৈদেশিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহার বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) এক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও বৈদেশিক অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এ সংকলনে ইআরডি'র পলিসি, প্র্যাকটিস, প্রসেস ও স্ট্রাকচারাল রিফর্মের সুপারিশসহ একটি সমন্বিত রিফর্ম এজেন্ডা উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি সুপারিশকৃত কার্যক্রমের মধ্যে একটি রিফর্ম উদ্যোগ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে । একইসাথে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ বিভাগের কার্যকর ভূমিকার দিকনির্দেশনাও তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, কর্তৃক ৭ জুলাই ২০২৫ হতে ২০ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত আয়োজিত ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের (এসএসসি) অংশ হিসেবে এ কার্যক্রমটি সম্পাদন করা হয়েছে।

এটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইআরডি'র বর্তমান কার্যক্রম, প্রাকটিস, কর্মপ্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এ বিভাগের বর্তমান পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য কাঙ্খিত পরিবর্তনকে সামনে রেখে 'Problem Tree', 'Stakeholder' 'Log Frame' ও SWOT' এনালাইসিসসহ 'Theory of Change' এবং 'Impact' এসেসমেন্ট করা হয়েছে। এছাড়া, এ সংক্রান্ত একটি অনলাইন স্টেকহোল্ডার জরিপ সম্পাদন করে জরিপের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

আশাকরি, এ উদ্যোগটি নীতিনির্ধারকবৃন্দ, সচিব, ইআরডি ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এবং গবেষকগণের জন্য একটি সহায়ক রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে এবং ভবিষ্যৎ সংস্কার উদ্যোগে বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা দেবে।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (Output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

বিধান বড়াল
যুগ্মসচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

পার্ট ৪ :
দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিভাগের ভূমিকা

- কৌশলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- কর্মকান্ডের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ
- সম্ভাব্য ফলাফল

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। স্বাধীনতার পরপরই, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সহায়তা, ঋণ এবং অনুদানের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করা, সহায়তার শর্তাবলী নির্ধারণ, এবং সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি আলাদা বিভাগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে 'External Resources Division' নামে এ বিভাগটি সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর ১৯৭৬ সালের ১৬ জানুয়ারি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে, ১৯৭৮ সালের ১৬ অক্টোবর বিভাগটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরপূর্বক পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৯০ সালের ৩১শে অক্টোবর Economic Relations Division হিসেবে বিভাগের পুনঃনামকরণ করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো বিদেশি অনুদান ও ঋণ সংগ্রহ করা, উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য তহবিল নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। এছাড়া, দেশীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাও এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ERD বর্তমানে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে কাজ করছে।

বর্তমান প্রেক্ষিত:

বর্তমান প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে ERD দেশের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা ও উন্নয়ন সহযোগিতা অর্জনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদার যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা, ইআইআইবি, আইএসডিবি, ইআইবি,এনডিবি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য সংস্থাসহ জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় করে দেশের উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন নিশ্চিত করছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিদেশি ঋণ ও অনুদান ব্যবস্থাপনায় ERD গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়া, SDG (Sustainable Development Goals) বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক তহবিল সংগ্রহ ও অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার দিকেও গুরুত্ব দিচ্ছে বিভাগটি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় গ্লোবাল গ্রিন ফান্ড (GCF) ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহেও ERD কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বৈদেশিক ঋণের দক্ষ ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে ERD নীতিগত সংস্কার ও ডিজিটালাইজেশনের দিকে নজর দিচ্ছে। সবমিলিয়ে, বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশের পথে এগিয়ে নিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বর্তমানে সরকারের একটি কৌশলগত ও অপরিহার্য বিভাগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

তবে পরিবর্তিত ভু-রাজনৈতিক ও অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে অনেক সতর্কতা অবলম্বনসহ যথাযথ আর্থিক বিশ্লেষণের লক্ষ্যে বিভাগের বেশকিছু ক্ষেত্রে রিফর্ম এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সরকারি খাতে বৈদেশিক অর্থায়নে বর্তমানে দক্ষতার সাথে ও কার্যকর ভুমিকা পালনের ক্ষেত্রে

যেসকল প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও মন্দা, উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক সহযোগিতার কৌশলগত পরিবর্তন, ঋণ গ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি, ঋণের বোঝা ও ঝুঁকি বৃদ্ধি, তথ্য নিরাপত্তা ও সাইবার হুমকি, প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ও জটিলতা সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষিতে টেকসই অর্থায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমন্বিত তথ্য-প্রযুক্তির অভাব, ঋণ-ঝুঁকি বিশ্লেষণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক যথাযথভাবে আর্থিক বিশ্লেষণ না হওয়া উল্লেখযোগ্য। এ সকল সমস্যা মোকাবিলা করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বৈদেশিক অর্থায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নে পলিসিগত, প্রাকটিস, পদ্ধতি ও স্ট্রাকচারাল রিফর্ম কর্মকান্ডের সুপারিশ করা হয়েছে।

১. প্র্যাকটিস রিফর্ম (রীতি, চর্চা, অভ্যাস সংশোধন)

বর্তমানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রাকটিস রিফর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ রীতি, চর্চা ও অভ্যাসগত সীমাবদ্ধতা অনেক ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা হ্রাস করে। এখনও অনেক প্রক্রিয়া ম্যানুয়াল, সময়সাপেক্ষ ও কাগজ নির্ভর, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সেবা প্রদানে বিলম্ব ঘটায়। সময়াবদ্ধতা বজায় না রাখা, দাপ্তরিক যোগাযোগে প্রযুক্তির অপ্রতুল ব্যবহার এবং নিয়মিত কাজের মূল্যায়নের অভাব কার্যক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। প্রাকটিস রিফর্মের মাধ্যমে সময়নিষ্ঠ সংস্কৃতি, ইমেইল ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার, নিয়মিত পর্যালোচনা সভা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, এবং জবাবদিহিমূলক কার্যপরিচালনা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এতে অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে গতি আসবে, উন্নয়ন সহযোগীর আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি সেবা আরও জনমুখী হবে।

১.১ সুনির্দিষ্ট কারিকুলামের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের রুটিন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ

প্রেক্ষাপট:

বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের বদলীর ফলে বিভাগে টেকনিক্যাল জ্ঞান/দক্ষতার শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এ ধরণের নলেজ গ্যাপের কারণে কার্যক্রমে কিছুটা গতিশীলতা লোপ পায় যা এ বিভাগের মত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কার্যক্রমে জটিলতার সৃষ্টি করে। এ সমস্যা দূরীকরণে যথাযথ কারিকুলামের মাধ্যমে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

ডিজিটাল প্লাটফরম ব্যবহারের মাধ্যেমে দ্রুততম সময়ে নথি নিষ্পত্তি করা।

সংস্কারের ফলাফল:

কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে রুটিন প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার তৈরি হবে। প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, নেগোসিয়েশন ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক তালিকা তৈরি করা হবে। প্রশিক্ষণের ফলাফল মূল্যায়ন করা হবে। মানবসম্পদের সক্ষমতা বাড়বে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/সংস্থা:

আইসিটি ডিভিশন/ইআরডির অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

প্রশিক্ষণ কারিকুলাম। নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন।

সময়সীমা: ৩০ জুন ২০২৬

১.২ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সময়াবদ্ধ কার্য সম্পাদন সংস্কৃতি চালু করা

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে বৈদেশিক সহয়তা প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে কখনো কখনো সমন্বয়ের ঘাটতি হওয়ায় কর্ম সম্পাদনে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা দিচ্ছে। এটি পরিহার করা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে সময়াবদ্ধ কর্ম সম্পাদন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

করণীয় কার্য সম্পাদনে অযাচিত বিলম্বিতা রোধ করা।

সংস্কারের ফলাফল:

প্রতিটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। সময়সীমা অনুযায়ী ফলোআপ ও অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে। সকল কর্মকর্তাগণ সময়মতো ফাইল নিষ্পত্তির জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। এতে দায়িত্ব পালনে শৃঙ্খলা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

অর্থ বিভাগ/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/ ইআরডির অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

বাজেট অনুযায়ী বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

সময়সীমা: ৩০ জুন ২০২৬

১.৩ সুস্পষ্ট সেবা তালিকা প্রণয়ন ও নাগরিক মূল্যায়ন জরিপ চালু করা

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে ইআরডি'তে সেবার মানোন্নয়নে কোনোরুপ স্টেকহোল্ডার সন্তুষ্টি জরিপ চালু নেই। ফলে কাজের মান সম্পর্কে কোন মূল্যায়ন জানা যাচ্ছেনা এবং সেবার মান উন্নয়নের প্রয়োজন আছে কিনা তা বিবেচনা করা সম্ভব হচ্ছেনা। এক্ষেত্রে ERD প্রদত্ত সকল সেবার ধরন, সময়, দায়িত্ব ও প্রাপ্তির পদ্ধতি নির্ধারণ করে তালিকা তৈরি করা প্রয়োজন এবং প্রদত্ত প্রতিটি সেবা সম্পর্কে একটি অনলাইন সন্তুষ্টি জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

প্রদেয় যাবতীয় সেবাসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করার মাধ্যমে অস্পষ্টতা দূর করা ও জরিপের মাধ্যমে সেবামান নিশ্চিত করা।

সংস্কারের ফলাফল:

নিয়মিতভাবে সেবাগ্রহীতাদের মতামত জরিপ পরিচালনা করা হবে। অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দুর্বলতা চিহ্নিত করা হবে। ফলাফল প্রকাশ ও করণীয় নির্ধারণ করা হবে। এটি সেবার মানোন্নয়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

ইআরডির অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

স্টেকহোল্ডার সন্তুষ্টি জরিপ চালু।

সময়সীমা: ৩০ জুন ২০২৬

১.৪ পত্র/ ডকুমেন্ট এর হার্ড কপির পাশাপাশি ইমেইলের ভিত্তিতে দাপ্তরিক যোগাযোগ কার্যক্রম গ্রহণ

প্রেক্ষাপট:

সার্ভিস ডেলিভারি প্রক্রিয়ায় বিলম্বিতার কারনে সার্বিক কার্যসম্পাদনে বিলম্বিতা দেখা দেয় যা কখনো কখনো প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করে থাকে। এ বিলম্বিতা রোধে চিঠিপত্র/ ডকুমেন্ট এর হার্ড কপির পাশাপাশি অফিসিয়াল ইমেইলে প্রাপ্ত অনুরোধ/প্রস্তাব/ নির্দেশনা প্রক্রিয়াকরণের বিষয়টি চালু করা অতি প্রয়োজনীয়।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

সরকারি ইমেইলের উপর কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ করা।

সংস্কারের ফলাফল:

সকল দপ্তরের ইমেইল ঠিকানা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। ইমেইলের মাধ্যমে তথ্য পাঠানো, অনুমোদন চাওয়া ও মতামত গ্রহণ করা হবে। এর মাধ্যমে সময়,

কাগজ ও ভিজিট কমে যাবে। যোগাযোগে পেশাদারিত্ব ও রেকর্ড রাখা সহজ হবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

ইআরডির অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

সরকারি ইমেইল ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ।

সময়সীমা: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

১.৫ গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তথ্য, অভিজ্ঞতা, চুক্তি বিশ্লেষণ ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রাখা

প্রেক্ষাপট:

ইআরডি'তে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তথ্য, অভিজ্ঞতা, চুক্তির কপি আরকাইভিং এর ব্যবস্থা থাকলেও চুক্তি বিশ্লেষণ, কেস স্টাডি ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় অতীতের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত ইন্সটিটিউশনাল মেমোরি খুব একটা কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়না। ফলে অতীতের জ্ঞান কাজে লাগানো সম্ভব হয়না। এ ব্যবস্থা জোড়দার করলে কর্মকর্তাগণের অতীত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে দায়িত্ব পালন সহজ হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

কর্মকর্তাগণের পেশাগত জ্ঞান ও সমসাময়িক বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা।

সংস্কারের ফলাফল:

নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে এই তথ্যগুলো সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও শেয়ার করা হবে। নতুন কর্মকর্তাগণ পূর্বতন অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারবেন। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ভান্ডার ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

ইআরডি'র অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

জ্ঞান ব্যাবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান।

সময়সীমা: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

২. প্রসেস রিফর্ম (প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও প্রযুক্তি সংযুক্তি)

বর্তমানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রসেস রিফর্ম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ বিদ্যমান প্রক্রিয়াগুলো জটিল, সময়সাপেক্ষ ও অনেক ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভর নয়। ফলে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি, চুক্তি প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও মনিটরিং এ ধীরগতি দেখা দেয় এবং বৈদেশিক অর্থায়নের দক্ষতা ও কার্যকারিতা হ্রাস পায়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, ওয়ার্ক-ফ্লো অটোমেশন, ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DMS) এবং ড্যাশবোর্ডভিত্তিক মনিটরিং চালুর মাধ্যমে সেবার গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি সম্ভব। পাশাপাশি, SOP প্রণয়ন, ওয়ান-স্টপ সার্ভিস ডেস্ক, তথ্যের সরাসরি ইনপুট ও স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট বৃদ্ধির ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত ও সমন্বিত হবে। প্রযুক্তিনির্ভর সহজীকৃত প্রক্রিয়া সময় বাঁচায়, জনবল সাশ্রয় করে এবং সেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। বর্তমান বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ERD-কে আরও দক্ষ ও আধুনিক করতে প্রসেস রিফর্ম প্রয়োজন।

২.১ কার্যক্রম গতিশীল করার ক্ষেত্রে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালু করা

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে ইআরডি'তে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস ডেস্ক না থাকায় অনেক সময় স্টেকহোল্ডারগণ এসে মুল ডেস্ক খুজে পেতে সমস্যায় পরে থাকেন। এতে শুরুতেই কখনো কখনো কিছুটা বিলম্ব হয়। এ সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে ইআরডি'তে একটি ওয়ান-স্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালু করা খুব জরুরি।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

স্টেকহোল্ডার সেবা সহজীকরণ ও কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত না করে প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্তকরণ।

সংস্কারের ফলাফল:

একটি ওয়ান-স্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালু করলে আবেদন, তথ্য প্রদান ও অনুমোদন এক জায়গা থেকে সম্পন্ন হবে। এতে সেবা গ্রহণ সহজ হবে এবং বিভ্রান্তি কমে গিয়ে কার্যকর ও সময়মতো সেবা নিশ্চিত করা যাবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

আইসিটি বিভাগ/ ইআরডির অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

ওয়ান-স্টপ ডেস্ক কাঠামো স্থাপন।

সময়সীমা: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬

২.২ উন্নয়ন সহযোগীর ঋণ/গ্রান্ট সহায়তা প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন ও চুক্তিস্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

উন্নয়ন সহযোগীর আর্থিক সহায়তা (ঋণ/গ্রান্ট) প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন ও চুক্তিস্বাক্ষর বিষয়ে এককভাবে সয়ংসম্পূর্ণ কোনো স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) না থাকায় পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণের প্রথমে কার্য পদ্ধতি বুঝে উঠতে সময় নেয়। এক্ষেত্রে এ সমস্যা দূরীকরণে এবং পেশাদারিত্ব বজায় রাখার জন্য SOP প্রণয়ন করা অপরিহার্য।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

কর্মকর্তাগণকে SOP এর মাধ্যমে ইআরডি'র কার্য পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

সংস্কারের ফলাফল:

SOP প্রণয়ন করলে প্রতিটি দাপ্তরিক প্রক্রিয়া কীভাবে হবে তার স্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে। এতে নতুন ও পুরাতন কর্মচারীরা একইভাবে কাজ করতে পারবেন। দ্ব্যর্থতা কমে গিয়ে সেবা দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য হবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

অর্থ বিভাগ/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ব্যাংক/ ইআরডি'র অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

আপডেটেড বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতি

সময়সীমা: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬

২.৩ ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে উইংভিত্তিক কর্মকান্ড মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে ইআরডি'তে ড্যাশবোর্ড চালু না থাকায় ম্যানুয়ালি অনেক বিষয় দেখতে হচ্ছে যা মনিটরিং এ অধিক সময় নিয়ে নেয়। এবিষয় সার্বক্ষনিকভাবে সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য একটি ড্যাশবোর্ড চালু করা অতি গুরুত্বপুর্ণ।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

উইং ভিত্তিক কর্মকান্ডে তাৎক্ষনিক অগ্রগতি নির্ণয় ও ত্বরান্বিতকরণ।

সংস্কারের ফলাফল:

ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবের অগ্রগতি, সমস্যা ও সময়সীমা দৃশ্যমান হবে। এটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্টদের রিয়েল টাইমে তথ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ করবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

পাইলটিং:

সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।

বাস্তবায়নকারী:

ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ/ প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

আইসিটি বিভাগ/ অর্থ বিভাগ/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ব্যাংক/ ইআরডি'র অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

ড্যাশবোর্ড স্থাপন।

সময়সীমা: ৩০ জুন ২০২৬

২.৪ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট বৃদ্ধি করা

প্রেক্ষাপট:

বিভাগের কর্মকান্ডে মাঝেমধ্যে অহেতুক বিলম্ব হয়। এক্ষেত্রে, উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কিংবা উন্নয়ন সহযোগীর মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দায়ী থাকে যা প্রকারান্তরে এ বিভাগের কার্যক্রমে বিলম্বিতার সৃষ্টি করে। এবিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারগণকে সরাসরি কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্পৃক্ত করা হলে সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন করা।

সংস্কারের ফলাফল:

উন্নয়ন সহযোগী, মন্ত্রণালয়, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও নাগরিক সমাজকে যুক্ত করে কার্যক্রম নকশা ও পর্যালোচনা করলে বাস্তবভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়। এরফলে অংশগ্রহণমূলক ও দায়বদ্ধ প্রশাসন গড়ে উঠতে সহায়ক হবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

ইআরডি'র অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট বৃদ্ধি করা।

সময়সীমা: ৩০ জুন ২০২৬

২.৫ জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প দ্রুত ট্র্যাক করার Online সিস্টেম চালু করা

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে বৈদেশিক অর্থায়নে চলমান কিংবা প্রস্তাবিত প্রকল্পের সার্বক্ষনিক ও সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের Online ব্যবস্থা না থাকায় তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত প্রদানে সময় লেগে যায়। ভবিষ্যতে এবিষয়গুলো তাৎক্ষনিক মনিটরিং ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে অনলাইন ব্যবস্থা ও API Integration চালু করা অত্যন্ত জরুরি।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়নে বৈদেশিক অর্থায়নে উদ্ভুত সমস্যা তাৎক্ষনিক সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

সংস্কারের ফলাফল:

অগ্রাধিকার প্রকল্পের প্রস্তাব ও অনুমোদন দ্রুত ট্র্যাকে নিলে জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজ হয়। ফাস্ট ট্র্যাকিংয়ে বাধা কমে, উন্নয়ন সহযোগীর আস্থা বাড়ে এবং যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়।

বাস্তবায়নকারী:

ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ/ প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

আইসিটি বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশন/ ইআরডি'র অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

অগ্রাধিকার প্রকল্প ট্র্যাক করা সংক্রান্ত আইটি প্ল্যাটফর্ম স্থাপন।

সময়সীমা: ৩০ জুন ২০২৬

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম (কাঠামোগত ও জনবল উন্নয়ন)

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে বর্তমানে স্ট্রাকচারাল রিফর্ম অপরিহার্য, কারণ বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল বৈদেশিক সহায়তার জটিল প্রকৃতি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত নয়। ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট, প্রকল্প মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ ও তথ্য বিশ্লেষকসহ দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি প্রকল্প চক্র ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন ঘটায়। কার্যভিত্তিক ডেস্ক পুনর্বিন্যাস, প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা পুল গঠন, নিয়মিত স্কিল আপডেট এবং আইটি সহায়তাপ্রাপ্ত ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কাঠামোগত সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। তদুপরি, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ, স্থায়ী সমন্বয় কাঠামো এবং ক্যারিয়ারভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে দপ্তরের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ও কর্মদক্ষতা অর্জন করা যাবে।

৩.১ কর্মভিত্তিক ডেস্ক পুনর্বিন্যাস করা

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে ইআরডি'র দায়-দায়িত্ব ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন অনুবিভাগের অধীন কর্মবিভাজন ও দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় বিদ্যমান উইং/ডেস্কগুলো কর্মকান্ড-ভিত্তিক পুনর্বিন্যাস করা হলে দায়িত্ব পালনে সুস্পষ্টতা নিশ্চিত করা যাবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক দায়িত্ব বন্টন করা।

সংস্কারের ফলাফল:

উন্নয়ন সহযোগী, প্রকল্প বা কার্যক্ষেত্র অনুযায়ী ইউনিট বিভাজন করলে কাজের গতি ও জবাবদিহিতা বাড়বে। একই প্রকৃতির কাজ একই ডেস্কে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হবে। দ্ব্যর্থতা ও দ্বৈততা কমে যাবে। প্রতিটি ইউনিটের জন্য নির্দিষ্ট টার্গেট ও মনিটরিং সহজ হবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

ইআরডি'র অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

সংশোধিত অনুবিভাগ/ডেস্ক পুনর্বিন্যাস ও জব ডেসক্রিপশন অনুমোদনপ্রাপ্ত।

সময়সীমা: ৩০ জুন ২০২৬

৩.২ বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ইউনিট গঠন করা

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে দ্রুত জিওপলিটিক্যাল পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক নির্দেশক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থায়নে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বৈদেশিক অর্থায়নের ঝুঁকি যথাযথ বিশ্লেষণ ও হ্রাস করা এবং বিনিয়োগ সুবিধা পর্যালোচনার জন্য এজাতীয় ইউনিট স্থাপন করা প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক দায়িত্ব বন্টন করা।

সংস্কারের ফলাফল:

বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি বিশ্লেষণে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠনের মাধ্যমে দেশের ঋণ ঝুঁকি ও ঋণ সক্ষমতা মূল্যায়ন আরও কার্যকর করা সম্ভব। এতে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা পাবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য অনুবিভাগ/ ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ অর্থ বিভাগ/ ইআরডি'র অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষন ইউনিট স্থাপন।

সময়সীমা: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭

৩.৩ স্থায়ী আইটি ইউনিট বা আউটসোর্স সহায়তা ও সফটওয়ার বেইজ বৈদেশিক অর্থায়ন বাজেট প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বৈদেশিক অর্থায়নের সার্বক্ষনিক অবস্থা মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। তবে এক্ষেত্রে সফটওয়ার ভিত্তিক বৈদেশিক অর্থায়ন বাজেটিং সিস্টেম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বর্তমানে পরিপূর্ণভাবে ক্রিয়াশীল নয়। তাই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সফটওয়ার ভিত্তিক বৈদেশিক অর্থায়ন বাজেটিং সিস্টেম স্থাপন করা অত্যাবশ্যকীয়।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সফটওয়ার ভিত্তিক বৈদেশিক অর্থায়ন বাজেটিং সিস্টেম তৈরি করা।

সংস্কারের ফলাফল:

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, ড্যাশবোর্ড ও ডেটাবেইজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অভ্যন্তরীণ আইটি টিম প্রয়োজন। দ্রুত সমস্যা সমাধান, সফটওয়্যার উন্নয়ন ও ব্যবহার সহায়তার জন্য দক্ষ জনবল লাগবে। স্থায়ী ইউনিট সম্ভব না হলে আউটসোর্স করা যেতে পারে। টেকনিক্যাল দক্ষতাসম্পন্ন এ টিম সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রযুক্তি সহায়তা দেবে। ডিজিটাল সফটওয়্যার ভিত্তিক বাজেট প্রস্তুত ও হালনাগাদ করলে ত্রুটি কমবে। দ্রুত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট তৈরি করা যাবে। উন্নয়ন সহযোগীর সঙ্গে বাজেট শেয়ারিং সহজ হবে। বাজেটের গতিশীলতা ও নমনীয়তা বাড়বে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

অর্থ বিভাগ/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ব্যাংক/ইআরডি'র অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

সফটওয়ার বেইজ বৈদেশিক অর্থায়ন বাজেটিং সিস্টেম স্থাপন।

সময়সীমা: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬

৩.৪ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা পুল গঠন এবং ক্যারিয়ার প্লানিং

প্রেক্ষাপট:

ইআরডি'র কর্মকান্ড বিশেষায়িত প্রকৃতির। দক্ষতার সাথে এ কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তা ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষিত কর্মকর্তার স্বল্পতা থাকায় দক্ষ কর্মকর্তার একটি পুল গঠন করা হলে এ কাজটি সহজ হবে। একই সাথে এ বিভাগের কর্মকান্ডের মানোন্নয়ন ও বিশ্লেষণধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কর্মকর্তাগণের ক্যারিয়ার প্লানিং অপরিহার্য।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

বৈদেশিক অর্থায়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণে দক্ষ কর্মকর্তা পুল তৈরি ও ক্যারিয়ার প্লানিং প্রণয়ন করা।

সংস্কারের ফলাফলঃ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা পুল গঠন:

ERD-তে বৈদেশিক সহায়তা ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষিত কর্মকর্তার একটি পুল থাকা জরুরি। এদের মধ্যে ফিন্যান্স, প্রকল্প মূল্যায়ন, চুক্তি

বিশ্লেষণ, নীতি সমন্বয় ইত্যাদি দক্ষতা থাকতে হবে। এর ফলে প্রয়োজনে বিভিন্ন উইং বা প্রকল্পে দ্রুত নিয়োগ দেয়া যাবে। এই পুল থেকে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, অভ্যন্তরীণ ক্যারিয়ার প্লানিং চালু করলে কর্মকর্তারা পেশাগতভাবে আগ্রহী হবেন। দক্ষতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করলে প্রাপ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব ও পদোন্নতি হবে। নির্বাচন ও পদায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আসবে।

পাইলটিং:

সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য অনুবিভাগ/ ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

ইআরডির অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

বৈদেশিক সহায়তা ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষিত কর্মকর্তার সমন্বয়ে পুল গঠন/ ক্যারিয়ার পরিকল্পনা।

সময়সীমা: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬

৩.৫ প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং কারিকুলাম ও SOP আপডেটিং

প্রেক্ষাপট:

কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কর্তৃক আপডেটেড নিয়ম-পদ্ধতি না জানার ফলে কখনো কখনো সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। একারনে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন বিষয় উইং বা উন্নয়ন সহযোগী ভিত্তিক এসওপি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

জনবলের পেশাদারিত্ব ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ কারিকুলাম ও SOP আপডেট করা।

সংস্কারের ফলাফল:

প্রযুক্তি, নীতি ও দাতা সংস্থার চাহিদা পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে SOP ও প্রশিক্ষণ মডিউল হালনাগাদ করা প্রয়োজন। বার্ষিক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত। এতে সমসাময়িক জ্ঞান, নিয়মনীতি ও সেবা মান বজায় থাকবে। শুধু এককালীন প্রশিক্ষণে সীমাবদ্ধ না রেখে উন্নয়নের ধারা চলমান রাখা জরুরি। এ প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ সংশ্লিষ্ট সকল অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

অর্থ বিভাগ/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

নির্দেশকসমূহ:

প্রয়োজন অনুযায়ী এসওপি প্রস্তুত করা।

সময়সীমা: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬

৪. পলিসি রিফর্ম (নীতি ও বিধি প্রণয়ন/ সংস্কার)

বর্তমানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে পলিসি রিফর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বৈদেশিক সহায়তার ধরন, শর্ত ও অগ্রাধিকার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। বিদ্যমান নীতিমালা ও বিধি অনেকাংশে পুরোনো ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ, যা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ঋণ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু অর্থায়ন, উন্নয়ন সহযোগীর শর্ত মূল্যায়ন, জবাবদিহিতা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় চুক্তি কাঠামোতে বর্তমান নীতিসমূহ হালনাগাদ জরুরি। সমন্বিত, স্বচ্ছ ও সময়োপযোগী নীতির মাধ্যমে কার্যকারিতা, আস্থা এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব জোরদার করা সম্ভব হবে।

৪.১ বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনার খসড়া কৌশল প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বর্তমান বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি ও ব্যয় বিশ্লেষণ বিষয়ক কোনো জাতীয় কৌশলপত্র নেই। ফলে, এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে চাহিদা ভিত্তিক ঋণ গ্রহণে কিংবা অগ্রাধিকার নির্ণয়ে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সময়োপযোগী বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

দক্ষ ও কার্যকর বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

সংস্কারের ফলাফল:

কৌশল প্রণয়নের ফলে নতুন নিয়ম-নীতি ও নির্দেশিকা প্রণয়ন, দাতা সমন্বয় কাঠামো ও আইন হালনাগাদ করার মাধ্যমে একটি আধুনিক, জবাবদিহিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক সম্পর্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ঋণের ধরন, মেয়াদ, সুদের হার, প্রকল্প রিটার্ন ও সক্ষমতা বিবেচনায় ঋণ গ্রহণের নিয়ম হালনাগাদ করা হলে নতুন নীতি ঋণের সীমা, উৎস ও প্রয়োগে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেবে। এতে ভারসাম্যপুর্ণ ও টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

অর্থ বিভাগ/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ব্যাংক/ ইআরডি'র অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

আপডেটেড বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনার খসড়া কৌশল।

সময়সীমা: ৩০ জুন ২০২৬

৪.২ উন্নয়ন অংশীদার ব্যবস্থাপনায় কৌশল প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র/সংস্থার সাথে চুক্তি, আলোচনার কাঠামো ও অগ্রাধিকার নির্ধারণে একটি কার্যকর সমন্বিত কৌশল না থাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা ও অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হচ্ছে যা নিরসনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কৌশল প্রণয়ন প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

দক্ষ ও কার্যকর উন্নয়ন অংশীদারিত্বমূলক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

সংস্কারের ফলাফল:

বর্তমান ব্যবস্থায় সমন্বয় ঘাটতির কারণে সহযোগিতা যথাযথভাবে কাজে

লাগানো যাচ্ছে না। নীতিগত সংস্কারে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ, উন্নয়ন সহযোগী শ্রেণিকরণ ও ফলাফলভিত্তিক অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হবে। দ্রুত ও কার্যকর সহায়তা ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

অর্থ বিভাগ/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ব্যাংক/ ইআরডি'র অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

উন্নয়ন অংশীদার ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সমন্বিত নীতি।

সময়সীমা: ৩০ জুন ২০২৬

৪.৩ বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা আইনের খসড়া প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বৈদেশিক সহায়তা বিশেষতঃ ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্তমানে দেশে কোনো আইন নেই। ফলে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে জাতীয় কোনো বিস্তারিত দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা নেই। এ সমস্যা দূরীকরণে সরকারি খাতে ঋণ গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় একটি আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

সরকার কর্তৃক বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় একটি আইন প্রণয়ন করা।

সংস্কারের ফলাফল:

আইনের মাধ্যমে ঋণের ধরণ, ঋণ-জিডিপি অনুপাত ও শর্তাবলী নির্ধারণ করা সম্ভব। এতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র/ সংস্থার আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

অর্থ বিভাগ/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ব্যাংক/ ইআরডি'র অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা আইনের খসড়া।

সময়সীমা: ৩০ জুন ২০২৬

৪.৪ মনিটরিং ও রিভিউ পলিসি গাইডলাইন প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বৈদেশিক সহায়তার যথাযথ ব্যবহারে নিয়মিত মূল্যায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা অপরিহার্য। তাই এ সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ ও ব্যবহারে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

সংস্কারের ফলাফল:

বৈদেশিক ঋণ সহায়তা ব্যবহারে নিয়মিত মূল্যায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনায় নির্ধারিত নীতির ঘাটতি আছে। একটি শক্তিশালী মনিটরিং নীতি হলে প্রকল্পের নিয়মিত পর্যালোচনা, শিক্ষণ ও সংশোধন সম্ভব হবে। ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়ন সিস্টেম চালু করা যাবে। প্রতিটি প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপ সহজ হবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য/ সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

অর্থ বিভাগ/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ব্যাংক/ ইআরডি'র অন্যান্য সকল অনুবিভাগ।

নির্দেশকসমূহ:

বৈদেশিক ঋণ মনিটরিং ও রিভিউ গাইডলাইন।

সময়সীমা: ৩০ জুন ২০২৬

৪.৫ ক্লাইমেট ফাইন্যান্স ও গ্রিন ফান্ড ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে বৈদেশিক অর্থায়নে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্লাইমেট ফাইন্যান্স উৎস হতে তুলনামুলক স্বল্প খরচে অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণে বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। এ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক অর্থায়নের যথাযথ ব্যবস্থাপনায় স্বতন্ত্র কৌশল প্রণয়ন অপরিহার্য।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

টেকসই জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

সংস্কারের ফলাফল:

এ কৌশল প্রণয়নের ফলে প্রকল্প গ্রহণ, অর্থ ব্যবহারের নিয়ম, অংশীদার নির্বাচন ও পরিবেশগত ফলাফল নির্ধারণ সম্পর্কে জানা যাবে। গ্রিন অর্থায়নের মানদণ্ড অনুযায়ী প্রকল্প অনুমোদন হবে। আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়া সহজ ও কার্যকর হবে।

বাস্তবায়নকারী:

জাতিসংঘ অনুবিভাগ।

সহযোগী বিভাগ/ সংস্থা:

অর্থ বিভাগ/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ব্যাংক/ ইআরডি'র অন্যান্য সকল অনুবিভাগ/ বিভা।

নির্দেশকসমূহ:

ক্লাইমেট ফাইন্যান্স ও গ্রিন ফান্ড ব্যবস্থাপনা কৌশল।

সময়সীমা: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬

পাইলট উদ্যোগ:
স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) প্রণয়ন
আগস্ট ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৫

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকান্ড বিশেষতঃ উন্নয়ন সহযোগীর আর্থিক সহায়তা (ঋণ ও অনুদান) প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ, মুল্যায়ন, অনুমোদন ও চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া বর্ণনা সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) প্রণয়ন:

গভর্ন্যান্স সমস্যার বর্ণনা:

বর্তমানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রকল্পে অর্থায়ন প্রস্তাব আসার পরে তা প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী ভিত্তিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মুল প্রক্রিয়ায় তেমন ভিন্নতা না থাকলেও ইআরডি'তে পদায়নকৃত নতুন কর্মকর্তাগণের জন্য বুঝে উঠতে খানিকটা সমস্যায় পরতে হয়। ইআরডি হ্যান্ডবুকে উন্নয়ন সহযোগী ভিত্তিক প্রক্রিয়া বর্ণনা করা আছে। তবে তা টেকনিক্যাল প্রকৃতির হওয়াতে বুঝতে সময় লেগে যায়। এ সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে বাংলায় একটি বেসিক স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (Standard Operating Procedure-SOP) প্রস্তুত করা এ উদ্যোগের মুল লক্ষ্য।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা:

স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (Standard Operating Procedure-SOP) প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস/রেকর্ড/ সার্কুলার/ফ্রেইমওয়ার্ক পর্যালোচনা করে মতামতের ভিত্তিতে একটি খসড়া প্রস্তুত করা হবে। পরবর্তীতে তা সকল অনুবিভাগের মতামত গ্রহণপূর্বক ওয়ার্কশপ/ সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে চূড়ান্ত SOP জারি করা হবে। চূড়ান্ত SOP এর বিষয়ে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:
স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) প্রণয়ন।

উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী:
সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ। প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য অনুবিভাগ মুল দ্বায়িত্ব পালন করবে।

উদ্যোগ কোথায় বাস্তবায়িত হবে:
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সকল অনুবিভাগে উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে।

বাস্তবায়নের সময়সীমা:
আগস্ট ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৫

উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে কতজন কীভাবে উপকৃত হবেন:

উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেনী পর্যন্ত সকল কর্মচারী যারা সরাসরি নথি প্রক্রিয়া করে থাকেন তারা সকলেই (আনুমানিক ২৫০-৩৮০ জন) উপকৃত হবেন। এতে তাদের দাপ্তরিক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে কাজের গতিশীলতা বাড়বে। SOP এর মধ্যে ইআরডি'র প্রতিটি কাজের দাপ্তরিক প্রক্রিয়া কীভাবে হবে তার স্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে। এতে নতুন ও পুরাতন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে কাজ করতে পারবেন। দ্ব্যর্থতা কমে গিয়ে সেবা দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য হবে।

রিসোর্স মবিলাইজেশন:

সীমিত সরকারি অর্থ প্রয়োজন হবে। তবে উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তা গ্রহণের চেষ্টা করা হবে।

সাস্টেইনেবিলিটি স্ট্রাটেজি:

১. প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (Institutionalization):

- অফিস আদেশ বা পরিপত্রের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে SOP অনুমোদন প্রদান,
- সংশ্লিষ্ট সকল উইং/ডেস্কে SOP অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা।

২. প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন (Training and Skill Development):

- সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার জন্য রুটিন প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন,
- নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য Induction কোর্সে SOP সংযোজন।

৩. মনিটরিং ও ফিডব্যাক ব্যবস্থা (Monitoring and Feedback):

- SOP বাস্তবায়ন মনিটরিং করা,
- প্রতিনিয়ত ফিডব্যাক সংগ্রহ করে সংশোধন, উন্নয়ন ও হালনাগাদ করা,
- বছরে অন্তত একবার SOP রিভিউ ,
- নীতি পরিবর্তন, উন্নয়ন সহযোগীর নতুন শর্ত বা অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে সমন্বয় করা।

দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সহায়ক কৌশল প্রণয়ন

কৌশলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) সরাসরি দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত না থাকলেও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। তবে এর বাইরেও দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে দেশে যুবকদের সংখ্যা বেশি। তাদের পেশাগত দক্ষতা ও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বিশেষায়িত দক্ষতা/জ্ঞানার্জনে ইআরডি বিশেষ অবদান রাখতে পারে। এর মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে, আন্তর্জাতিক সংস্থায় দক্ষ জনগোষ্ঠীর চাকুরি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সৃষ্টি হবে। ইআরডি'র নিজস্ব ম্যান্ডেটের মধ্যেই এ উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে যা দেশে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

কর্মকান্ডের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ:

১. বিদেশি সহায়তায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাধান্য দেয়া:

- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আলোচনা করে টেকনিক্যাল ও ভকেশনাল ট্রেনিং প্রকল্পে অর্থায়ন উৎসাহিত করা,
- যুবক, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণে অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

২. কর্মসংস্থান-বান্ধব প্রকল্প মূল্যায়ন ফোকাস:

- প্রকল্প গ্রহণের সময় 'চাকরি সৃষ্টি সম্ভাব্যতা (Employment Potential)' বিশ্লেষণ বাধ্যতামূলক করা।

৩. Public-Private Partnership (PPP)-এ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্ট সংযোজন:

- বেসরকারি খাতের চাহিদা অনুযায়ী স্কিল ডেভেলপমেন্ট মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা,
- Industry linkage তৈরি করা।

৪. বিদেশি স্কলারশিপ ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং সুযোগ সম্প্রসারণ:

- উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র সংস্থার টেকনিক্যাল সহযোগিতার আওতায় চাকুরি-প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ,
- বিদেশে প্রশিক্ষণের পর দেশে বাস্তবায়নে সহায়তা।

৫. ইআরডি'তে ইন্টার্নশিপ/ অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সংযোগ কর্মসূচি চালু করা :

- ইআরডি'তে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম ডিজাইন করে উন্নয়ন সহযোগিতার টেকনিক্যাল টার্ম, জার্গন, উন্নয়ন ইফেক্টিভনেস, ফ্রেইমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট, ভাষা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত কোর্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সার্টিফিকেট প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া, উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু করা। এতে অংশগ্রহনকারীগণ দেশি/ আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকুরি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে পারেন।

সম্ভাব্য ফলাফল:

- যুব ও নারীদের জন্য সেক্টরভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি,
- দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে বৈদেশিক অর্থায়নের কার্যকর ব্যবহার,
- বিদেশগামী শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রবাহে ইতিবাচক প্রভাব,
- চাকুরি প্রার্থীদের অধিকতর যোগ্য করে তোলা,
- ক্লাইমেট ফাইনান্স এক্সপার্ট তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন।

(ক) আনুভূমিক সংগতি ও অসংগতি/ প্রতিবন্ধকতা:

সংগতি:

১. অর্থ বিভাগ, শ্রম মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ERD'র সমন্বয়ে দক্ষতা উন্নয়ন সম্ভব,
২. উন্নয়ন অংশীদারদের স্কিল-ফোকাসড সহায়তা আগ্রহ বিদ্যমান (যেমন: ADB, WB, EU, GIZ)।

প্রতিবন্ধকতা:

১. মন্ত্রণালয় সমূহের মধ্যে অনেক সময় সমন্বয়হীনতা ও প্রকল্পের দ্বৈততা দেখা যায়,
২. প্রকল্প নকশায় দক্ষতা ও কর্মসংস্থান ফোকাস কম গুরুত্ব পায়।

(খ) উলম্ব সংগতি (Vertical Alignment) ও প্রতিবন্ধকতা:

সংগতি:

১. সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও SDG- ৪ ও ৮ অনুযায়ী কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও স্কিল ডেভেলপমেন্টে অগ্রাধিকার,
২. বাজেট ও ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে দক্ষতা উন্নয়নের নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিবন্ধকতা:

১. নীতি ও বাস্তবায়নের ফাঁক (Policy-Practice Gap):
২. বাজেট বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা,
৩. নিয়মিত সমন্বয় ও ফলো-আপের অভাব।

(গ) সময়গত সংগতি (Temporal Alignment) ও প্রতিবন্ধকতা:

সংগতি:

১. দেশের যুব জনগোষ্ঠীর বর্তমান ডেমোগ্রাফিক সুবিধা (Demographic Dividend) কাজে লাগাতে এখনই পদক্ষেপ জরুরি,
২. জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্কিল উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিশেষভাবে অগ্রাধিকারভুক্ত।

প্রতিবন্ধকতা:

১. প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে বিলম্বিতা,
২. ডেটা ও গবেষণার ঘাটতি,
৩. মানবসম্পদ ও কাঠামোগত প্রস্তুতির অভাব।

সমন্বিত প্রভাব ও ট্রেড-অফ (Synergy & Trade-off):

ইআরডি কর্তৃক উক্ত দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্যোগ যুগোপযোগী। ইআরডি'র প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ডিসেমিনেশনের বিষয়টি এর ভিশনের আওতাভুক্ত। এছাড়া, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের কম্পোনেট অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টিও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। এক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের জন্য ফলপ্রসু সহযোগিতা নিশ্চিত হবে, এবং উন্নয়ন সহযোগীর অগ্রাধিকার পুরণ করা সহজ হবে। এর ক্ষতিকর কোনো প্রভাব নেই।

সুপারিশ / উপসংহার:

- ERD-কে প্রকল্প প্রস্তাব যাচাইয়ের সময় 'স্কিল ও এমপ্লয়মেন্ট কম্পোনেন্ট' বাধ্যতামূলকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে,
- মন্ত্রণালয়/ সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বিত ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি মনিটর করতে হবে,
- তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তের জন্য স্কিল গ্যাপ অ্যানালাইসিস ও ফলাফল ট্র্যাকিং ড্যাশবোর্ড গড়ে তুলতে হবে।

এই কৌশলের সঠিক বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ যুগোপযোগী, টেকসই কর্মসংস্থান ও যোগ্য মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

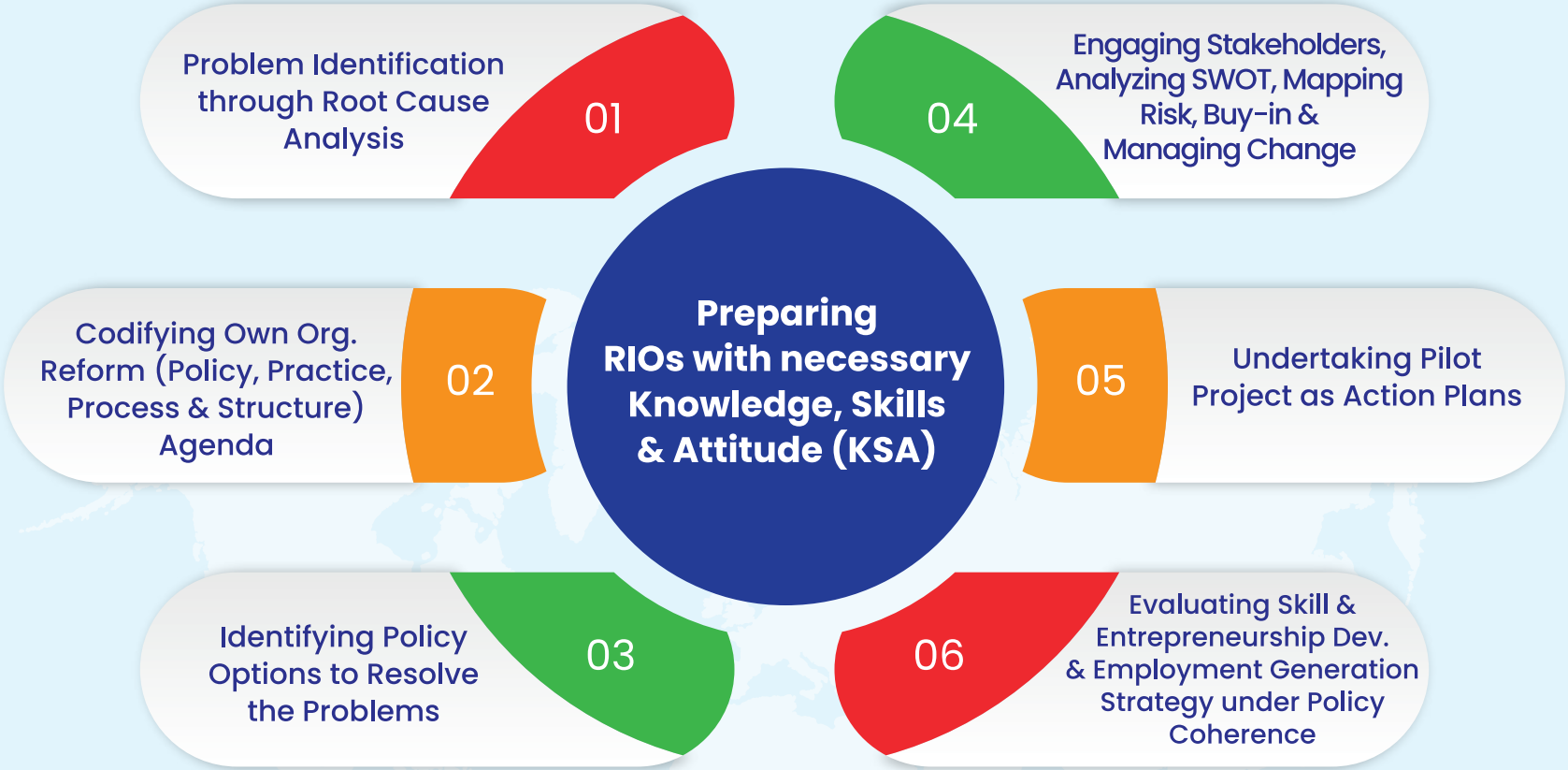

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ